রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুন ১৩, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭/১৯ মে ২০১০

বিষয় ঃ বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দের নীতিমালা।

নং ৩৬.০৬৫.০১২.০০.০০.০২২.২০১০-২০৫—উপরোক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর অধীনস্থ শিল্পনগরীসমূহের জন্য প্লট বরাদ্দের নীতিমালা নিম্নরূপভাবে প্রণয়ন করা হ'ল ঃ

১.০ বিসিক পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্পনগরীসমূহে প্লট বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত আহ্বান, প্লট বরাদ্দ, বাতিল, পুনরবরাদ্দ ও শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো ঃ

২.০ শিল্পপ্লট বরাদ্দের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার ঃ

২.১ নতুন শিল্পনগরী ঃ

(০১) কোন শিল্পনগরীর ১০০ ভাগ অবকাঠামো সুবিধা সমাপ্ত হবার পর প্লট বরাদ্দের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হবে;

(০২) বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হতে ৪৫ দিনের মধ্যে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে। আবেদনপত্র গ্রহণের তারিখ উত্তীর্ণ হবার পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বাছাই ও সম্ভাব্যতা যাচাই করে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বিসিকের শিল্পনগরী প্লট বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং এর পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বরাদ্দপত্র জারী সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

(০৩) বিসিক কর্তৃক স্থাপিত নতুন শিল্পনগরীতে খালি প্লট বরাদ্দের লক্ষ্যে শিল্প উদ্যোক্তাগণকে অবহিত করার জন্য বহুল প্রচারিত অন্ততঃ একটি জাতীয় এবং একটি স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে;

(০৪) প্লট সংখ্যা থেকে আবেদনকারী উদ্যোক্তার সংখ্যা বেশী হলে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন এবং আর্থিকভাবে অধিক স্বচ্ছল যোগ্য শিল্প উদ্যোক্তাগণ অগ্রাধিকার পাবেন;

(০৫) যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা বেশী হলে সে ক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে প্লট বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক প্লট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে।

২.২ **পুরাতন শিল্পনগরী ঃ**

(০১) কোন শিল্পনগরীতে বরাদ্দযোগ্য খালি প্লট থাকলে কেন্দ্রীয়ভাবে বিসিক প্রধান কার্যালয় হতে বছরে কমপক্ষে ২ (দুই) বার একটি জাতীয় সংবাদপত্রে এবং বিসিকের স্থানীয় কার্যালয় হতে বছরে ৩ (তিন) বার স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে হবে;

(০২) কোন শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দের জন্য দীর্ঘদিন কোন আবেদন না পাওয়া গেলে প্লট বরাদ্দ বিষয়ে কৌশল উদ্ভাবনের জন্য ৬ মাস অন্তর বিসিকের প্লট বরাদ্দ কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।

৩.০ **প্রস্‌পেক্টাস্‌ প্রকাশ ঃ**

(০১) শিল্পনগরীর প্লটের বিবরণ প্রস্‌পেক্টাস্‌ আকারে প্রকাশ করতে হবে;

(০২) আবেদন ফরমসহ প্রস্‌পেকটাস্‌ বিসিক প্রধান কার্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী কার্যালয় হতে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক সংগ্রহ করা যাবে;

(০৩) আবেদন ফরম ও প্রস্‌পেক্টাস্‌ বিসিক, এসএমই ও শিল্প মন্ত্রণালয় এর ওয়েব-সাইটেও পাওয়া যাবে। প্রয়োজনে আবেদন ফরম ডাউন লোড করে সংগ্রহ করতে পারবেন। তবে দরখাস্ত জমা দেয়ার সময় আবেদনপত্রের নির্ধারিত মূল্য নগদে জমা দিয়ে আবেদন দাখিল করতে হবে।

৪.০ **আবেদনপত্র জমাদান ঃ**

৪.১ **আবেদনপত্র পূরণ করে তার সংগে নিম্নোক্ত কাগজপত্র জমা দিতে হবে ঃ**

(০১) নির্ধারিত আবেদন ফরম ও প্রস্‌পেক্টাস্‌ ক্রয়ের রশিদের কপি;

(০২) উদ্যোক্তার সাম্প্রতিক তোলা পাসপোর্ট আকারের ছবি (২ কপি);

(০৩) উদ্যোক্তার জাতীয়তার সনদপত্র (ইউপি চেয়ারম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ওয়ার্ড কমিশনার/প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত) ও জাতীয় পরিচয়পত্র (National ID Card) এর সত্যায়িত ফটোকপি জমা দিতে হবে;

(০৪) ট্রেড লাইসেন্স;

(০৫) আবেদনকারীর আয়কর সার্টিফিকেট (টি আই এন নম্বরসহ);

(০৬) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (নমুনা মোতাবেক);

(০৭) প্রকল্পের বাস্তবায়ন তফসিল (প্রস্তাবিত);

(০৮) বিল্ডিং লে-আউট প্ল্যান (খসড়া);

(০৯) মেশিনারী লে-আউট প্ল্যান (খসড়া);

(১০) নিজস্ব অর্থে স্থাপন করা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা এবং ব্যাংক লেনদেন প্রতিবেদন;

(১১) ব্যাংক ঋণে স্থাপন করা প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদানকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্যোক্তার আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্র ও ব্যাংক লেনদেন প্রতিবেদন;

(১২) অংশীদারিত্ব প্রকল্পের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রিকৃত অংশীদারী দলিল;

(১৩) লিমিটেড কোম্পানী হলে, জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর রেজিস্ট্রেশন এবং মেমোরেন্ডাম অব্ এসোসিয়েশন্ এন্ড আর্টিক্যালস্ অব্ এসোসিয়েশন;

(১৪) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র; এবং

(১৫) ডাউন পেমেন্ট এর সমপরিমাণ অর্থ জামানতবাবদ ক্রসড চেক/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(১৬) উল্লিখিত কাগজপত্রাদিসহ ২ (দুই) সেট আবেদনপত্র জমা দিতে হবে।

৫.০ **আবেদনপত্র গ্রহণ পদ্ধতি ঃ**

(০১) আবেদনপত্র জেলা শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধানের দপ্তরে জমা দিতে হবে;

(০২) উদ্যোক্তাগণ ইচ্ছা করলে বিসিক প্রধান কার্যালয় অথবা আঞ্চলিক কার্যালয়ে আবেদনপত্র দাখিল করতে পারবেন, যা জমা দেয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্প সহায়ক কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হবে;

(০৩) সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী কর্মকর্তা তারিখ অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলো রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করবেন। আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবেদনপত্রগুলো রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে গ্রহণ করবেন;

(০৪) বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে আবেদনকারী শিল্প সহায়ক কেন্দ্র (শিসকে) প্রধানের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র (মূল আবেদনপত্রের সাথে যা জমা দেয়া হয়নি) জমা দিতে পারবেন।

৬.০ আবেদনপত্র বাছাই কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি ঃ

৬.১ প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলো যাচাই-বাছাই করার জন্য নিম্নরূপ একটি বাছাই কমিটি থাকবে ঃ

(০১) সংশ্লিষ্ট জেলা শিল্প সহায়ক কেন্দ্র (শিসকে) প্রধান	ঃ	সভাপতি
(০২) প্রধান কার্যালয়/আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি।	ঃ	সদস্য
(০৩) সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য-সচিব

৬.২ বাছাই কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে ঃ

(০১) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশনামা এবং এ নীতিমালার ৪নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয়সমূহের আলোকে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই করে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;

(০২) বাছাই কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্লট বরাদ্দ কমিটিতে উপস্থাপন করা;

(০৩) বাছাই ও মূল্যায়নকৃত পূর্ণাঙ্গ আবেদনগুলো দাখিলের তারিখ ভিত্তিক তালিকা প্লট বরাদ্দ কমিটিতে উপস্থাপন করা;

(০৪) বাতিলকৃত আবেদনপত্রসমূহের ত্রুটি উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা তৈরী করে বরাদ্দ কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করা।

৬.৩ অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে ভিন্নরূপ বর্ণিত থাকলে সে অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন ও কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হবে।

৭.০ বিসিক শিল্পনগরীর জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটি ও এর কার্যপরিধিঃ

৭.১ বিসিক শিল্পনগরীর শিল্প প্লট বরাদ্দের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা আবেদনপত্রসমূহ জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটিতে পেশ করতে হবে। জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হবে ঃ

(০১) জেলা প্রশাসক	ঃ	সভাপতি
(০২) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য
(০৩) স্থানীয় সিটি করপোরেশন এর ক্ষেত্রে মেয়রের প্রতিনিধি/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।	ঃ	সদস্য

(০৪)	স্থানীয় নাসিবের সভাপতি/সম্পাদক	ঃ	সদস্য
(০৫)	স্থানীয় শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি	ঃ	সদস্য
(০৬)	বিসিক শিল্পনগরী কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য
(০৭)	মহিলা শিল্প উদ্যোক্তা (শিল্প ও বণিক সমিতি কর্তৃক মনোনীত)	ঃ	সদস্য
(০৮)	পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তা (যদি থাকে)	ঃ	সদস্য
(০৯)	বিসিক শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধান	ঃ	সদস্য-সচিব

এ কমিটি প্রয়োজনবোধে দু'জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

৭.২ উল্লিখিত প্লট বরাদ্দ কমিটি পার্বত্য ৩টি জেলা বাদ দিয়ে ৬১ টি জেলার জন্য প্রযোজ্য হবে।

৭.৩ রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার জন্য বিসিক প্লট বরাদ্দ কমিটি নিম্নরূপে গঠিত হবে ঃ

(০১)	সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান	ঃ	সভাপতি
(০২)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক	ঃ	সহ-সভাপতি
(০৩)	সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য
(০৪)	স্থানীয় পৌর করপোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।	ঃ	সদস্য
(০৫)	স্থানীয় নাসিবের সভাপতি	ঃ	সদস্য
(০৬)	স্থানীয় শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি	ঃ	সদস্য
(০৭)	বিসিক শিল্পনগরী কর্মকর্তা	ঃ	সদস্য
(০৮)	মহিলা শিল্প উদ্যোক্তা (শিল্প ও বণিক সমিতি কর্তৃক মনোনীত)	ঃ	সদস্য
(০৯)	পরিবেশ অধিদপ্তরের জেলা কর্মকর্তা (যদি থাকে)	ঃ	সদস্য
(১০)	সংশ্লিষ্ট জেলার বিসিক শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধান	ঃ	সদস্য-সচিব

এ কমিটি প্রয়োজনবোধে দু'জন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন।

৭.৪ ৭.১ এবং ৭.৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত সভা অনুষ্ঠানের জন্য যথাক্রমে ন্যূনতম ৫ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে। তবে সদস্য কো-অপ্ট করা হলে সেক্ষেত্রে ৬ জনে কোরাম হবে।

৭.৫ বিশেষায়িত শিল্পনগরী/শিল্প পার্ক এর ক্ষেত্রে প্রকল্প দলিল/নির্বাহী আদেশে ভিন্নরূপ কিছু বর্ণিত থাকলে সে অনুযায়ী কমিটি গঠিত হবে।

৭.৬ বিসিক শিল্পনগরীর জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে ঃ

(০১) বিসিক আইন, ১৯৫৭-এ উল্লিখিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সংজ্ঞা অনুযায়ী শিল্প ইউনিট স্থাপন করার জন্য আবেদন অনুযায়ী শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ করা;

(০২) প্লট বরাদ্দ কমিটি বিশেষ বিবেচনায় এক বিঘা পর্যন্ত প্লটের জমি বরাদ্দ দিতে পারবে। এক বিঘার উর্ধ্বে প্লটের জমি বরাদ্দ দিতে হলে বিসিক চেয়ারম্যানের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। তবে ১(এক) বিঘার উর্ধ্বে প্লটের জমি বরাদ্দ বাতিলের ক্ষেত্রে প্লট বরাদ্দ কমিটি সিদ্ধান্ত নিতে পারবে;

(০৩) প্লটের বরাদ্দপত্র এবং বিসিকের ইজারা দলিলে বর্ণিত শর্তসমূহ পালনে উদ্যোক্তা ব্যর্থ হলে বরাদ্দকৃত প্লট বাতিল করা;

(০৪) জেলা প্রশাসক/পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অপরিহার্য কারণ ব্যতীত নিয়মিতভাবে এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন। তবে জেলা প্রশাসক/পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনিবার্য কারণে সভায় উপস্থিত থাকতে না পারলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/এলএ) উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অনিবার্য কারণে সভায় উপস্থিত থাকতে না পারলে জেলা প্রশাসক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন;

(০৫) প্লটের জমির সদ্ব্যবহারের জন্য বর্ধিত সময় প্রার্থনা করলে বরাদ্দ কমিটি তা বিবেচনা করতে পারবে;

(০৬) পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত সম্ভাবনাময় খাতের আবেদন পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে বরাদ্দের প্রত্যাশায় শতকরা ২ ভাগের বেশী অবরাদ্দকৃত ফাঁকা প্লট রাখা যাবে না। কমিটি আবেদনকৃত প্লটের জমির পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারবে;

(০৭) বরাদ্দ বিবেচনাকালে শিল্পনীতিতে প্রদত্ত অগ্রাধিকার খাত এবং স্থানীয় কাঁচামাল ও চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্পকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে;

(০৮) বিশেষায়িত শিল্পনগরীর ক্ষেত্রে (যেমন চামড়া, এপিজাই, গার্মেন্টস, আইটি পার্ক, শিল্প পার্ক) ৫ একর পর্যন্ত জমি একক শিল্প ইউনিটের অনুকূলে প্লট বরাদ্দ দেয়া যাবে। শিল্পনীতিতে বর্ণিত বিনিয়োগ সীমা যা-ই উল্লেখ থাকুক না কেন ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য একক শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১ একর পর্যন্ত প্লটের জমি বরাদ্দ দেয়া যাবে; উল্লিখিত সীমা অতিক্রম করলে সে ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় একক শিল্প ইউনিটের অনুকূলে ১ একরের ঊর্ধ্বে প্লটের জমি বরাদ্দের অনুমোদন দিতে পারবে।

৮.০ শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটসমূহের মালিকানা, মালিকানার ধরন, নাম ও খাত পরিবর্তন এবং আপীল পদ্ধতি :

(০১) শিল্পনগরীর শিল্প ইউনিটসমূহের মালিকানা, মালিকানার ধরন, নাম ও খাত পরিবর্তন বিসিক প্রধান কার্যালয়ের এখতিয়ারভুক্ত থাকবে;

(০২) বিসিকের জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটির কোন সিদ্ধান্তে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী উদ্যোক্তা অসন্তুষ্ট হলে তিনি বিসিকের চেয়ারম্যান এর নিকট আপীল করতে পারবেন।

(০৩) আপীল সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার (রিভিশন) ক্ষেত্রে নতুন যৌক্তিকতা ও প্রমাণাদিসহ প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৯.০ উদ্যোক্তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ও কারিগরি সক্ষমতার প্রমাণক :

(০১) উদ্যোক্তার পক্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে;

(০২) নিজস্ব বিনিয়োগে শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব করা হলে, উদ্যোক্তার বিগত ১(এক) বছরের ব্যাংক লেন-দেন প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; ব্যাংক স্থিতি ২.০ লক্ষ টাকার কম হলে অস্বচ্ছল বলে বিবেচিত হবে।

(০৩) উদ্যোক্তা অথবা উদ্যোক্তার নিয়োগকৃত পদে কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোক থাকতে হবে।

১০.০ প্রকল্পের অনুকূলে সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে :

প্লট বরাদ্দ কমিটি প্রয়োজনবোধে কোন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন বিসিকের কর্মকর্তা অথবা কারিগরি মানসম্পন্ন পরামর্শক কর্তৃক পরীক্ষা করতে পারবে।

১১.০ মেশিনারী লে-আউট প্ল্যান :

প্রস্তাবিত মেশিনারী লে-আউট প্ল্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে মেশিনের স্পেসিফিকেশন্ অনুযায়ী সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাপ নির্ণয় করতে হবে। মেশিনারীর লে-আউট প্ল্যানে প্রকৌশলী/পরামর্শক/বিসিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে।

১২.০ বিল্ডিং লে-আউট প্ল্যান তৈরী ঃ

প্রস্তাবিত মেশিনারীর অনুরূপ বিল্ডিং লে-আউট প্ল্যান তৈরীর ক্ষেত্রে প্রকৌশলী/পরামর্শক/বিসিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে।

১৩.০ প্লট বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

(০১) সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে কমিটির সভাপতির নিকট দাখিল করতে হবে;

(০২) কার্যবিবরণী স্বাক্ষরিত হওয়ার ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে বরাদ্দপত্র জারী সম্পন্ন করতে হবে;

(০৩) ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকের নামে, অংশীদারিত্ব প্রকল্পের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা অংশীদারের (পদবীসহ) নামে এবং লিমিটেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে কোম্পানীর নামে বরাদ্দপত্র জারী করতে হবে; একাধিক ব্যক্তির নামে বরাদ্দপত্র জারী করা যাবে না।

১৪.০ মূল্য পরিশোধ ঃ

(০১) প্রতিটি শিল্পনগরীর প্লটের মূল্য সরকারি নীতি অনুযায়ী বিসিক কর্তৃক ধার্য করা হবে;

(০২) প্রথম দুই কিস্তির টাকা ডাউন পেমেন্ট হিসাবে বরাদ্দপত্র গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে;

(০৩) প্লটের সম্পূর্ণ মূল্য এককালীন অথবা ৫ (পাঁচ) বছরে ১০টি সমান কিস্তিতে সুদসহ পরিশোধ করতে হবে;

(০৪) লীজ ডিড সম্পাদন করার পূর্বে বিসিকের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করতে হবে;

(০৫) বিসিক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্লটের জমির মূল্য পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে;

(০৬) কিস্তিতে প্লটের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন উদ্যোক্তা পরবর্তীতে অবশিষ্ট কিস্তির টাকা একত্রে পরিশোধ করতে আগ্রহী হলে, সেক্ষেত্রে যে তারিখে টাকা পরিশোধ করবেন, সে তারিখ পর্যন্ত সুদসহ অবশিষ্ট কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে পারবেন।

১৫.০ মালিকানা ঃ

(০১) বরাদ্দপত্রের ভিত্তিতে কোন শিল্প উদ্যোক্তা জমির মালিকানা দাবী করতে পারবেন না;

(০২) বরাদ্দকৃত প্লট ৯৯ (নিরানব্বই) বছরের জন্য লীজ প্রদান করা হয়েছে মর্মে গণ্য হবে;

(০৩) বিসিকের অনুমোদনক্রমে নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে শিল্পনগরীতে স্থাপিত শিল্প ইউনিটের মালিকানা হস্তান্তর করা যাবে;

(০৪) উত্তরাধিকার সূত্রে আইনগত ওয়ারিশগণ সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের মালিকানা যে কোন পর্যায়ে লাভ করতে পারবেন; এ জন্য কোন ফি প্রযোজ্য হবে না।

১৬.০ মালিকানা হস্তান্তর ঃ

(০১) শিল্প কারখানা স্থাপন/প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করা ব্যতীত কোন শিল্প ইউনিট/শিল্পপ্লট এর মালিকানা হস্তান্তরযোগ্য হবে না;

(০২) হস্তান্তরযোগ্য পর্যায়ে মালিকানা হস্তান্তর করতে হলে বিসিকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। বিসিকের অনুমোদন ব্যতীত যে কোন হস্তান্তর অবৈধ বলে গণ্য হবে;

(০৩) হস্তান্তর বিষয়ে এ নীতিমালায় বর্ণিত হয়নি এমন বিষয়াদি অথবা অনুরূপ কোন আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বিসিকের ১৫-০৬-১৯৮৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন নং আই-ই/বিসিক/১৫৬/৭৯-এ উল্লিখিত শর্তাবলী মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

১৭.০ বরাদ্দপত্র পাওয়ার পর শিল্প উদ্যোক্তার করণীয় ঃ

(০১) প্লটের বরাদ্দপত্র জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বরাদ্দ গ্রহীতা অনিবার্য কারণে প্লটের ডাউন পেমেন্ট হিসেবে ২ (দুই) কিস্তির টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে বরাদ্দ গ্রহীতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিসিকের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক যৌক্তিক কারণে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত সময় বর্ধিত করতে পারবেন;

(০২) প্রথম ২ (দুই) কিস্তির টাকা জমাদানের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে প্লটের দখল বুঝে নিতে হবে। উক্ত সময়ের মধ্যে প্লটের দখল বুঝে নিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালকগণ যৌক্তিক কারণে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করতে পারবেন;

(০৩) প্লটের দখল বুঝে নেয়ার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কারখানা ভবনের লে-আউট প্ল্যান শিল্পনগরী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হবে;

(০৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পূর্ত মন্ত্রণালয়, শাখা (উন্নয়ন) এর ১৪-৬-১৯৮৮ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিসিক শিল্পনগরীর লে-আউট প্ল্যান বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে এবং শিল্পনগরীর ৬ তলা পর্যন্ত শিল্প কারখানার নকশা বিসিকের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত ৩ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ও ৭ (সাত) তলা হতে ১০ (দশ) তলা পর্যন্ত শিল্প কারখানার নকশা প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে গঠিত ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সুপারিশক্রমে বিসিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

(০৫) লে-আউট প্ল্যান দাখিলের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অনুমোদন করতে হবে;

(০৬) লে-আউট প্ল্যান অনুমোদনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে শিল্প ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু করতে হবে এবং সর্বাধিক ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে;

(০৭) নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে মেশিনারী স্থাপন করতে হবে;

(০৮) মেশিনারী স্থাপন করার ১ (এক) মাসের মধ্যে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করতে হবে;

(০৯) পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু করার ২ (দুই) মাসের মধ্যে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করতে হবে;

উপরের (১) থেকে (৩) ক্রমিকে উল্লিখিত সময়সূচী কোন কারণে ব্যত্যয় ঘটলে সে ক্ষেত্রে কোন নোটিশ ব্যতিরেকে প্লটের বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে। (৪) থেকে (৯) ক্রমিকে উল্লিখিত শর্তাবলী কোন কারণে ব্যত্যয় ঘটলে সেক্ষেত্রে বিসিক চেয়ারম্যানের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।

১৮.০ প্লটের বরাদ্দ বাতিল করার পদ্ধতি ঃ

শিল্পনগরীতে প্লটের বরাদ্দ বাতিলের এখতিয়ার জেলা প্লট বরাদ্দ কমিটির উপর ন্যস্ত থাকবে। কমিটি নিম্নবর্ণিত কারণে যে কোন শিল্পপ্লটের বরাদ্দ বাতিল করতে পারবে ঃ

(০১) বরাদ্দপত্র অথবা বিসিক লীজ ডিড় রোয়েদাদের শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হলে;

(০২) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমির কিস্তির অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে;

(০৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ করতে ব্যর্থ হলে।

১৯.০ আপীল অনুমোদন প্রসঙ্গে ঃ

(০১) বরাদ্দ প্রাপ্ত উদ্যোক্তা জেলা বিসিক প্লট বরাদ্দ কমিটির বরাদ্দ বাতিলের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হলে তিনি বিসিকের চেয়ারম্যান বরাবর আপীল করতে পারবেন;

(০২) প্লট বরাদ্দ বাতিলের নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উদ্যোক্তাকে আপীল আবেদন পেশ করতে হবে; উক্ত সময়ের পর আপীল গ্রহণযোগ্য হবে না।

(০৩) আপীল আবেদন পাওয়ার পর সরেজমিনে পরিদর্শন, উদ্যোক্তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ ও আইনী অংগীকারনামা গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে চেয়ারম্যান, বিসিক ১ (এক) বছর পর্যন্ত বাতিলাদেশ স্থগিত রেখে উদ্যোক্তাকে শিল্প স্থাপনের সুযোগ দিতে পারবেন।

২০.০ শিল্প ইউনিটের অংশবিশেষ ভাড়া প্রদান প্রসঙ্গে ঃ

কোন শিল্প ইউনিটের নির্মিত ভবনের অনধিক ৫০% ভাড়া দিতে পারবেন। ভাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে দাতা-গ্রহীতা-বিসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনপূর্বক বিসিকের আইন উপদেষ্টা কর্তৃক ভেটেড করে নিতে হবে এবং চুক্তিনামা বিসক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। ১২ মাসের মধ্যে ১ মাসের ভাড়া বিসিক প্রাপ্য হবে। ভাড়ার চুক্তি ৩ বছরের বেশী হবে না। প্রয়োজনবোধে ৩ বছর পর চুক্তি নবায়ন করে নিতে হবে। বিসিক বোর্ড প্রতি বর্গফুট ভাড়ার হার নির্ধারণ করে দেবে।

২১.০ নীতিমালার বাস্তবায়ন ঃ

এ নীতিমালা জারীর পর প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত ৩১শে মে ১৯৯৪ তারিখের গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের বিধি-বিধান বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে উক্ত প্রজ্ঞাপনের আওতায় যে সকল শিল্পপ্লট বরাদ্দ করা হয়েছে, সে সকল প্লটের বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম এ প্রজ্ঞাপনের বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

২২.০ নীতিমালার লংঘন ঃ

কোন শিল্পপ্লট গ্রহীতা নীতিমালায় বর্ণিত বিধি-বিধান অনুসরণে ব্যর্থ হলে বিসিক সংশ্লিষ্ট শিল্পপ্লট অধিগ্রহণপূর্বক পুনরায় বরাদ্দের অধিকার সংরক্ষণ করে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সিরাজুল হক
উপ-সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd